সূরা আল্ বাইয়্যেনাহ্-৯৮

(হিজরতের পরে অবতীর্ণ)

অবতরণ-কাল ও প্রসঙ্গ

বিশেষজ্ঞগণ এ সূরাটির অবতরণকাল নিয়ে মতভেদ করেছেন। ইব্‌নে মারদাওয়াই বলেছেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) এর মতে এটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এ সূরা হিজরতের পর অল্পদিনের মধ্যেই অবতীর্ণ হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় বিবেচনায় অধিকাংশের মতে আয়েশা (রাঃ) এর অভিমতই সর্বাপেক্ষা অধিক গ্রহণযোগ্য। পূর্ববর্তী কয়েকটি সূরাতে কুরআনের অবতরণ ও এর অতুলনীয় সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে। এ সূরাতে কুরআন যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করতে যাচ্ছে সে বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। প্রথমেই ঘোষণা করা হয়েছে, যদি কুরআন অবতীর্ণ না হতো তাহলে কিতাবধারীরা ও অবিশ্বাসীরা অন্ধকারেই ডুবে থাকতো এবং অন্যায়-অবিচার ও পাপকার্যে লিপ্ত থাকতো, মুক্তির কোন পথ তারা খুঁজে পেত না। নবী করীম (সাঃ)ই তাদেরকে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের অন্ধকার থেকে বের করে সত্য-বিশ্বাস ও পুণ্যের প্রশস্ত পথে পরিচালিত করেছেন।

سُوْرَةُ الْبَيِّنَةِ مَدَنِيَّةٌ وَّهِيَ مِائَةُ الْبَسْمَلَةِ وَتِسْعُ اٰيَاتٍ وَّرُكُوْعٌ

সূরা আল্ বাইয়্যেনাহ্-৯৮

মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ৯ আয়াত এবং ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। [ক]আল্লাহ্র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ②

২। আহলে কিতাব ও মুশরিকদের[৩৩৯৯] মাঝে যারা অস্বীকার করেছে, তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসা সত্ত্বেও তারা (অস্বীকার করা থেকে) কখনো বিরত হবার পাত্র নয়।

رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ③

★ ৩। [ক]আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একজন রসূল পবিত্রকৃত ঐশী পুস্তকাবলী পড়ে শুনায়।

فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ④

★ ৪। এতে চিরস্থায়ী শিক্ষা রয়েছে[৩৪০০]।

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ⑤

৫। আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, তারা তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরেই ([খ]বিভিন্ন দলে) বিভক্ত হয়েছে।

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ⑥

৬। অথচ তাদেরকে কেবল আল্লাহ্র ইবাদত করতে, তাঁর [গ]আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে সদা তাঁর দিকে বিনত হয়ে থাকতে, নামায কায়েম করতে এবং যাকাত দিতে আদেশ দেয়া হয়েছিল। আর এ হলো চিরস্থায়ী ধর্ম[৩৪০০-ক]।

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ১৬৫; ৬২ঃ৩ খ. ৪২ঃ১৫; ৪৫ঃ১৮ গ. ৪০ঃ১৫।

৩৩৯৯। কুরআন কাফিরদেরকে মোটামুটি দুভাগে ভাগ করেছে- কিতাবধারী ও পৌত্তলিক (যারা কোন ঐশী ধর্মগ্রন্থে বিশ্বাস করে না)। [এ আয়াতে 'সুস্পষ্ট প্রমাণ' বলতে মহানবী (সাঃ)কে বুঝানো হয়েছে-তফসীরে সগীর দ্রষ্টব্য]।

৩৪০০। পূর্বকালের ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে যা ভাল, অক্ষয় ও চিরস্থায়ী এবং যেসব শিক্ষা চিরকল্যাণকর ছিল, তার মর্ম ও সারাংশ কুরআন করীমে এসে গেছে। তদুপরি যে সকল শিক্ষা মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা ও উন্নতির জন্য অতি প্রয়োজনীয় অথচ পূর্বেকার ঐশী কিতাবসমূহে ছিল না, সেগুলোও কুরআনে সংযোজিত হয়েছে। সকল সত্য মতাদর্শ, নীতিমালা, অধ্যাদেশ ও নির্দেশাবলী যা মানুষের স্থায়ী কল্যাণে নিশ্চিত অবদান রাখে তার সাকল্যই কুরআনে স্থান পেয়েছে। কুরআন যেন অপর সকল ধর্মগ্রন্থের উপর অভিভাবকত্ব করছে এবং কালস্রোতে যে সকল দোষ-ত্রুটি ও মলিনতা সেসব গ্রন্থে প্রবেশ করেছে সেগুলোকে পরিষ্কার করেছে এবং নিজে অবিকল ও অবিকৃত রয়েছে।

৩৪০০-ক। 'দীন' অর্থ আজ্ঞানুবর্তিতা, প্রভুত্ব, শাসন-কর্তৃত্ব, পরিকল্পনা, ধর্মপরায়ণতা, রীতি-নীতি, প্রতিদান ও প্রতিফল, ন্যায়-বিচার, ব্যবহার বা চাল চলন (মুফরাদাত ও লেইন)।

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ وَ الْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ أُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۝٦

৭। আহ্‌লে কিতাব ও মুশরিকদের মাঝে যারা অস্বীকার করেছে নিশ্চয় তারা জাহান্নামের আগুনে দীর্ঘকাল পড়ে থাকবে। এরাই হলো সৃষ্টির মাঝে সবচেয়ে নিকৃষ্ট।

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ أُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝٧

৮। যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে নিশ্চয় এরাই হলো সৃষ্টির মাঝে সর্বোত্তম।

جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ أَبَدًا ؕ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ ۝٨ ع

৯। এদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে এদের প্রতিদান হলো ক.চিরস্থায়ী বাগানসমূহ, যার পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায়। সেখানে এরা অনন্তকাল ধরে থাকবে। আল্লাহ্ এদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং এরাও তাঁর[৩৪০১] প্রতি সন্তুষ্ট। এ (সব) খ.তারই জন্য, যে তার প্রভু-প্রতিপালককে ভয় করেছে।

১ [৯] ২৩

দেখুন ঃ ক. ৯ঃ৭২; ১৩ঃ২৪; ১৬ঃ৩২; ৩৫ঃ৩৪ খ. ৩৬ঃ১২; ৫৫ঃ৪৭।

৩৪০১। মানুষের কামনা-বাসনা যখন আল্লাহর ইচ্ছার সাথে স্থায়ীভাবে অভিন্ন ও একাত্ম হয়ে যায় তখনই তার চরম আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ হয়।